ইংরেজীতে নজরুল কাব্যের অনুবাদ

ডঃ মোহাম্মদ ওমর ফারুক
অক্টোবর ২০০৬

নজরুল নিজের বাংলার সূত্রকে কোনভাবেই না ভূলে গিয়েও হৃদয় খুলে ঘোষণা দিতে পেরেছিলেন যে 'আমি সকল দেশের'। তার হৃদয়গ্রন্থী সারা বিশ্বের সাথে গাঁথা থাকলেও, বিশ্ব যে তার এক অনন্য সন্তানকে এখনো জেনে উঠতে পারেনি, তা মূলতঃ নজরুলের শিল্পকর্ম, বিশেষ করে লেখনী ইংরেজী ভাষায় যথাযথভাবে অনুপস্থিত। এ শূন্যতা যতক্ষণ আবশ্যকীয়ভাবে পূরণ না হচ্ছে, ততদিন বিশ্বের দরবারে নজরুলের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

তবু গত দু' তিন দশকে এব্যাপারে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে এবং সেটা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। ইংরেজীতে নজরুলের কবিতা ও প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যারা অগ্রগণ্য, তাদের ওপর সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছুটা আলোকপাত করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে একটা কারণে হঠাৎ করে এ বিষয়টা নিয়ে লেখার একটা তাগিদ অনুভব করলাম।

অতি সম্প্রতি, গত ৯ই সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে ইউনির্ভাসিটি অফ কানেকটিকাটে এশিয়ান-আমেরিকান স্টাডিজ-এর পক্ষ থেকে একদিন ব্যাপী নজরুল-বিষয়ক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। নজরুলকে বহির্বিশ্বে পরিচিত করানোর জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ রয়েছে তার অংশ হিসেবে এটি ছিল একটি অন্যতম সফল অনুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানের কিছু প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেবার মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী সুফল আশা করা যেতে পারে।

এ অনুষ্ঠানের ওপরে একটি প্রতিবেদন ঠিকানাতে প্রকাশিত হয় ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬ সংখ্যায়। সেখানে কিছু ভুল তথ্য ছিল যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিবেদনে লেখা হয়েছেঃ ''ডঃ ওমর ফারুক কর্তৃক কবি নজরুলের বেশ কিছু কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে। তা থেকে কয়েকটি আবৃত্তি করেন ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের উপপ্রধান রোকেয়া হায়দার, ডঃ সাজেদ কামাল, ডঃ রোজী কামাল, বেলা চৌধুরী, জীন ভোল্ট, পল ডি হ্যামার, আবুল ইসলাম, তাসনীম আহমের, রায়েদ রকিম, রুবিয়া ইসলাম, নাবিলা আহমেদ, আবরার হোসেন, রুহিনী সেন এবং ডঃ ডেভিড নেলিন।''

নজরুলের কিছু কবিতা আমি অনুবাদ করেছি এবং তা থেকে সিম্পোজিয়ামে তিন-চার জন তাদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী আবৃত্তি করেছেন, তা ছিল ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু প্রতিবেদনটিতে যে ভাবে উল্লেখ হয়েছে তাতে ভূল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে যায়, কেননা সেখানে যাদের অনুবাদ মূখ্যতঃ পরিবেশিত হয়েছিল তারা হচ্ছেন সবার পরিচিত বাংলাদেশের অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এবং বস্টন থেকে ডঃ সাজেদ কামাল। বস্তুতঃ ডঃ কামাল নিজেই উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি বিদ্রোহী কবিতার নিজের অনুবাদ আবৃত্তি করেন, যা সবার কাছেই সমাদৃত হয়। আরো অনেকে ডঃ কামাল ও অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর অনুবাদ থেকে আবৃত্তি করেন।

সিম্পোজিয়ামে প্রতিটি আবৃত্তির শুরুতে পরিচিতির মধ্যে আবৃত্তিকারক এবং অনুবাদক সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঠিকানার এই প্রতিবেদনে এই ভুল তথ্য হয়ত রিপোর্টার এড়াতে পারতেন যদি তিনি আরেকটু সতর্ক হতেন। কিন্তু সতর্কতার সাথে সাথে আরো একটি বিষয় প্রণিধান যোগ্য যে রিপোর্টার যেমন জাতীয় কবি নজরুলের কর্মের ইংরেজীতে অনুবাদ সম্পর্কে পরিচিত নন, তেমনি পাঠকদের মধ্যেও অনেকে পরিচিত নাও থাকতে পারেন। সে লক্ষ্যেই এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের অবতারণা।

অনেকেই যারা নজরুলকে ভালোবাসেন এবং মনে করেন যে নজরুল যেমন বিশ্বমুখী ছিলেন, তেমনি

বিশ্বেরও জানা উচিত নজরুলকে মানবতার এক অনন্য ও মহান সন্তান হিসেবে, তারা সহজেই বুঝবেন যে সে পরিচিতির বন্ধন গড়ে তোলা সম্ভব বিশেষ করে ইংরেজীতে অনুবাদের মাধ্যমেই।

মিজানুর রহমান নজরুলের বেশ কিছু কাজের অনুবাদ করেছেন, যার মধ্যে গজল, হামদ-নাত রয়েছে। তার প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে করাচী থেকে, In Remembrance of the Rebel Poet। তার অনুবাদের মধ্যে রয়েছেঃ বক্ষে আমার কাবার ছবি, কোথায় তখ্‌ত তাউস, যাবি কে মদিনায়, দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে, ইত্যাদি।

নজরুলের অনুবাদকদের মধ্যে অগ্রণীদের মধ্যে সবিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর কথা। তার অনুদিত নজরুলের কবিতার সংকলন ‘Selected Poems' বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। নজরুলের কিছু বহুল পরিচিত কবিতা বিদ্রোহী, সাম্যবাদী, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, কান্ডারী হুশিয়ার, ইত্যাদি তিনি অনুবাদ করেন। তারপর তার লেখা আরেকটি অনুবাদ সংগ্রহ ‘The Morning Shanai’ নজরুল ইন্‌স্টিটিউট থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে।

ভারত থেকে বসুধা চক্রবর্তী রচিত গ্রন্থ ‘Kazi Nazrul Islam’ নয়া দিল্লীর ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। তার অনুদিত কবিতার মধ্যে রয়েছেঃ সাম্যবাদী, বারাঙনা, ছাত্রদলের গান, ঈদ মোবারক, ইত্যাদি।

আবদুল হাকিমের অনুবাদ সংকলন ‘The Fiery Lyre of Nazrul Islam’ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। বেশ কিছু বহুল পরিচিত কবিতা ছাড়াও তার অনুবাদের মধ্যে রয়েছেঃ ধূমকেতু, পউষ, পথহারা, পূজারিণী, ঈশ্বর, দ্বীপান্তরের বন্দিনী, ইত্যাদি।

সৈয়দ মুজিবুল হক আরেকজন অনুবাদক যার গ্রন্থ Selected Poems of Kazi Nazrul Islam ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে। তার অনুবাদের বিশেষত্ব হচ্ছে যে এগুলোর অধিকাংশই ছন্দে অনুবাদ। তার অনুবাদের মধ্যে রয়েছে আশা, বিদায়-বেলায়, জীবন, অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত, গোপন প্রিয়া, কেন দিলে এ কাটা, কেউ ভোলে না কেউ ভোলে, ইত্যাদি।

উনিশ শত নব্বই-এর দশকে বেশ কিছু মূল্যবান অনুবাদের কাজ হয়। আবু রুশ্‌দের অনুবাদ সংকলন ‘Selected Poems of Kazi Nazrul Islam' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল রিসার্চ সেন্টার থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। তার অনুবাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল বেশ কিছু নজরুল গীতির অনুবাদ, যেমনঃ খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে, প্রজাপতি প্রজাপতি, এ কোন্ মধুর শারাব দিলে, ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে, ইত্যাদি।

বাকীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, কবি মোহাম্মদ নূরুল হুদা। তার সম্পাদিত বই Poetry of Kazi Nazrul Islam in English Translation একটি মূল্যবান সংযোজন। ১৯৯৭ সালে নজরুল ইন্‌স্টিটিউট থেকে প্রকাশিত এ বইটিতে ইংরেজীতে অনূদিত নজরুলের কবিতাগুলো এক খন্ডে সংকলিত হয়েছে, যেটার মধ্যে কবি হুদার অনুবাদও রয়েছে। যেসব কবিতার অনুবাদ খুবই দুরুহ, তার অনুবাদের মধ্যে এরকম কিছু কবিতা রয়েছে যা আর কেউ অনুবাদ করেননি। যেমনঃ কামাল পাশা, আনোয়ার। তার অনুবাদের মধ্যে বেশ কিছু গীতি রয়েছেঃ খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি, আকাশে হেলান দিয়ে, ফিরে আয় ওরে ফিরে, ইত্যাদি।

১৯৯৪ সালে রেজাউল হক তালুকদারের Nazrul: The Gift of the Century গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এতে তার বেশ কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কবি নূরুল হুদার সংকলনে যেখানে সব অনুবাদকেরই অনুবাদই স্থান পেয়েছে, সেখানে রেজাউল হকের কোন অনুবাদ অন্তর্ভূক্ত হয়নি। এর কোন কারণ আমার জানা নেই।

এ তালিকা কোন ভাবেই সম্পূর্ণ হবে না যে অনুবাদকের নাম ছাড়া, তিনি হচ্ছেন ডঃ সাজেদ কামাল। যুক্তরাষ্ট্রের বস্টনের অধিবাসী, এবং কবি সুফিয়া কামালের পুত্র, নজরুল অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল্যবান

সংযোজন করেন তার বই Kazi Nazrul Islam: Selected Works-এর মাধ্যমে। বইটি ১৯৯৪ সালে নজরুল ইন্‌স্টিটিউট থেকে প্রকাশিত হয়। তার অনুবাদ বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নজরুলের বেশ কিছু বহুল পরিচিত কবিতা ছাড়াও তার অনুবাদের মধ্যে রয়েছেঃ সুপার (জেলের) বন্দনা, অর্ঘ্য, মানুষ, ফরিয়াদ, প্রভাতী, অগ্র-পথিক, ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এখানে যে সমস্ত গ্রন্থের কথা বলা হচ্ছে তার সবই কবিতার অনুবাদ নয়। কিছু কিছু গ্রন্থে কবিতার পাশাপাশি নজরুলের চিঠি, প্রবন্ধ, ভাষণ, ছোট গল্পেরও অনুবাদ রয়েছে।

এ পর্যন্ত যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অনূদিত গ্রন্থে হয় মূলতঃ কবিতার অনুবাদ ছিল, অথবা বেশ কিছু কবিতার অনুবাদ স্থান পেয়েছে। এসব অনুবাদক ছাড়াও যারা বিক্ষিপ্তভাবে নজরুলের কবিতার অনুবাদ করেছেন, এবং যাদের অনুবাদ কবি নূরুল হুদার বইতে আছে তারা হচ্ছেনঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, যাকারিয়া শিরাজী, আমীর হোসেন চৌধুরী, হাবিব-উল-আলম, যুক্তরাজ্যের উইলিয়াম র‍্যাডিচ। নজরুলের বিখ্যাত কবিতা শাত-ইল-আরবের অনুবাদ করেছেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন।

যেহেতু এটি একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ, এখানে অনুবাদকদের পরিচিতি এবং তাদের অনুবাদ কর্মের গুণগত কোন বিশ্লেষনের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। তাছাড়া আমি নিজে সাহিত্য সমালোচনার মত কোন বিশেষজ্ঞ নই। সে ধরণের মূল্যায়ন যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য রয়ে গেল। মূলতঃ এরাই ইংরেজী ভাষায় নজরুলের কবিতা সামগ্রীকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে মুখ্য অবদান রেখেছেন। নজরুল ওয়েব সাইটে কিছু নব্য অনুবাদকের বিক্ষিপ্ত অনুবাদের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছে, ডঃ শফী খালেদ, উদয়ন চট্টোপাধ্যায়, শাহীন দাদ, প্রমুখ। নজরুলকে বিশেষ করে ইংরেজী ভাষায় গূণগত ভাবে আরও উন্নত অনুবাদের মাধ্যমে পেশ করার ক্ষেত্র এখনো উন্মুক্ত। হয়ত পশ্চিমা কোন অনুবাদক যারা বাংলা বিশেষজ্ঞ তারা এক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারেন। কিছু দিন আগেই ইমেইল-এর মাধ্যমে ডঃ উইলিয়াম র‍্যাডিচ-এর সাথে যোগাযোগ হলো। নজরুল বিষয়ক তার একটি প্রবন্ধে বিদ্রোহী কবিতার আংশিক অনুবাদ দেখলাম। তিনি কিছুটা ছন্দ কাঠামোতে অনুবাদের চেষ্টা করেছেন। বেশ ভালো লাগল। উনি জানালেন যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে নজরুলের কিছু প্রধান কবিতার অনুবাদের গভীর ইচ্ছে রয়েছে তার।

এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে আশাকরি নজরুল অনুরাগীরা ইংরেজীতে তার কবিতার অনুবাদ কি পর্যায়ে রয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত হবেন। সেইসাথে আমাদের রিপোর্টাররাও নজরুল সম্পর্কে তাদের প্রতিবেদনে আরো তথ্যনিষ্ঠ হতে পারবেন। সত্যি বলতে ঠিকানার প্রতিবেদন পড়ে আমি সংকুচিত হয়েছি, কারণ তথ্যগত দিক থেকে সেখানে ভুল ছিল। হ্যা, সিম্পোজিয়ামে আমার কিছু অনুবাদ আবৃত্তি হয়েছে, যার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার অনুবাদ নিতান্তই সামান্য। তাছাড়া আমি যে কয়টি অনুবাদ করেছি তা ছন্দের কাঠামোতে করেছি বলে, সেগুলোর বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবু একজন অ্যামেচার অনুবাদক হিসেবে ওগুলো মূলতঃ আমার নিজের তৃপ্তির জন্য করা।

আসলে রিপোর্টার হয়ত যে বিষয়টি ঘুলিয়ে ফেলেছন তা হলো নজরুলকে বহির্বিশ্বে পরিচিত করানোর লক্ষ্যে নজরুলের কাজ এবং তার ওপরে গবেষণা কর্মকে ইন্টারনেটে নিয়ে আসার ব্যাপারে নজরুল ওয়েব সাইট (http://www.nazrul.org)-এর ১৯৯৯ সাল থেকে সামান্য হলেও মূল্যবান ভূমিকা পালন। নজরুল সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে এই ওয়েব সাইট নজরুল বিশেষজ্ঞ, সংগীত শিল্পী ও অনুরাগীদের নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে facilitator হিসেবে একটি মূল্যবান ভূমিকা রাখছে। এ ওয়েব সাইটে এ প্রবন্ধে উল্লিখিত অনুবাদকদের কাজের বেশ কিছু ইতিমধ্যেই অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ইনশাল্লাহ, সবার আরো বর্ধিত সহযোগীতা ও অনুপ্রেরণায় এ কাজ অব্যাহত থাকবে। নজরুল প্রসঙ্গে একটি ই-ফোরামও এখন আছে (http://groups.yahoo.com/group/nazrul)। 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' নজরুল ওয়েব সাইটে এবং নজরুল ফোরামে সবার সাদর আমন্ত্রণ রইলো।

[লেখক আপার আইওয়া ইউনির্ভাসিটি-তে অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের একজন সহযোগী অধ্যাপক। নজরুল ওয়েবসাইট সহ তিনি Genocide 1971-এর ওপর একটি সাইট তৈরী করেছেন http://www.globalwebpost.com/genocide1971; ই-মেইল: farooqm@globalwebpost.com]